তারিখ 15 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

মেডিক্যালে পদোন্নতিতে নিয়ম ভাঙার রেকর্ড মন্ত্রণালয়ের

- সরকার-মন্ত্রীর পরিবর্তনেও অবস্থার উন্নতি নেই
- শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছাড়াই অধ্যাপক
- ক্ষুব্ধ হতাশ বঞ্চিতরা

নূপুর দেব, চট্টগ্রাম ▶

মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড। নিয়মনীতি না মেনেই করা হচ্ছে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক। সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালেও চিকিৎসকদের অস্বাভাবিক পদোন্নতির ছড়াছড়ি। চলছে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন। এতে ক্ষোভ আর হতাশায় ভুগছেন পদোন্নতিবঞ্চিতরা।

সরকারের পরিবর্তন হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও বদল হন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষক-চিকিৎসকদের পদোন্নতিতে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির ধারার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিগত বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলেও শিক্ষক-চিকিৎসকদের পদোন্নতিতে এমন অনিয়মের নজির দেখিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের আমলে অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালে মাত্র দুই বছর ১০ মাসে জুনিয়র কনসালটান্ট থেকে তিন দফা পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে (চমেক) মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হন ডা. আবুল হাছান চৌধুরী। এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিয়ম না মেনেই চট্টগ্রামে অন্তত ৭০ জন শিক্ষককে কয়েক দফায় পদোন্নতি দেওয়া হয়। এর বাইরে দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে আরো হাজারো শিক্ষক-চিকিৎসকের পদোন্নতিতে অনিয়ম হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। নতুন সরকারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ নাসিমের দায়িত্ব গ্রহণের ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

মেডিক্যালে পদোন্নতিতে নিয়ম ভাঙার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর সর্বশেষ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ৩৮ জন শিক্ষক ও চিকিৎসককে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রেও নিয়ম-নীতির ধুব একটা তোয়াক্কা করা হয়নি। সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) সুপারিশের ভিত্তিতে ১৪টি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) পদে কর্মরতদের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক করা হয়। এর মধ্যে নজিরবিহীন অনিয়মের মাধ্যমে চমেকে ইউরোলজি বিভাগে ডা. গাজী মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং প্যাথলজি বিভাগে ডা. এ কে এম শাহাবুদ্দিন খানকে অধ্যাপক করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মইনউদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে দেখা যায়, চমেকের প্যাস্ট্রো হিপাটোবিলিয়ারি সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপককে একই কলেজের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। অথচ এক বিভাগের চিকিৎসক ও শিক্ষককে অন্য বিভাগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির নজির নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯৯৮ সালের ৩০ জুন থেকে ২০০৫ সালের ২৮ মে পর্যন্ত সিনিয়র কনসালটান্ট (সার্জারি) ছিলেন ডা. গাজী মোহাম্মদ জাকির হোসেন। এরপর প্যাস্ট্রো হিপাটোবিলিয়ারি সার্জারি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ২০০৫ সালের ৩০ মে তিনি চমেকে যোগ দেন। অথচ গত ৬ ফেব্রুয়ারি এসএসবির মাধ্যমে পদোন্নতি পেয়ে তিনি অধ্যাপক হয়েছেন ইউরোলজি বিভাগের।

এদিকে ডা. গাজী মোহাম্মদ জাকির হোসেনকে ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে ইউরোলজিস্টদের সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউরোলজিক্যাল সার্জন পরিষদ'। সংগঠনটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক ডা. অলিউর ইসলাম মারুফ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ডা. গাজী মোহাম্মদ জাকির হোসেনকে প্যাস্ট্রো হিপাটোবিলিয়ারি সার্জারির সহযোগী অধ্যাপক থেকে ইউরোলজি বিভাগে অধ্যাপক করা সম্পূর্ণভাবে আইনের পরিপন্থী। ডা. জাকির যে বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, সেই বিভাগেই তাঁর অধ্যাপক হওয়ার নিয়ম। কোনো মেডিক্যাল কলেজে ইউরোলজি বিভাগে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে তাঁর এক দিনের অভিজ্ঞতাও নেই। নিয়মবহির্ভূতভাবে তাঁকে ইউরোলজি বিভাগে অধ্যাপক করায় সংগঠন থেকে ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশে ফিরলে লিখিতভাবে আমরা অভিযোগ দেব।' গত ৬ ফেব্রুয়ারি এসএসবির মাধ্যমে চমেকে প্যাথলজি বিভাগে ডা. এ কে এম শাহাবুদ্দিন খানের অধ্যাপক পদোন্নতি নিয়েও চলছে তোলপাড়। অভিযোগ উঠেছে, চমেকে অধ্যাপক (চলতি দায়িত্বে) হিসেবে কর্মরত না থাকলেও পদোন্নতির প্রজ্ঞাপনে তাঁকে কর্মরত দেখানো হয়েছে। এ নিয়ে কলেজ প্রশাসন ও প্যাথলজি বিভাগে কর্মরত শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিএমএ কেন্দ্রীয় নেতাদের জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএমএ চট্টগ্রামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়সাল ইকবাল চৌধুরী।

জানা যায়, ডা. এ কে এম শাহাবুদ্দিন খান চমেক প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক (চলতি দায়িত্বে) ছিলেন। কানাডায় চাকরির জন্য ২০১১ সালের ১০ অক্টোবর তিনি মন্ত্রণালয় থেকে এক বছরের পিয়েনে ছুটি পান। ছুটি শুরুর আগে তিনি চমেক প্যাথলজি ও প্রশাসন থেকে ছাড়পত্র নিয়ে যান। তাঁর স্থলে প্যাথলজির বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পান সহযোগী অধ্যাপক ডা. জিল্লুর রহমান। ২০১১ সালের ১৫ অক্টোবর ছাড়পত্র নিয়ে ডা. শাহাবুদ্দিন চমেক ত্যাগ করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) বাসুদেব গাঙ্গুলী বলেন, 'কেউ এক বিভাগে কর্মরত থেকে আরেক বিভাগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা নয়। পিয়েনে ছুটির পর কর্মস্থলে যোগ না দিলে পদোন্নতি পাবেন কিভাবে? কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে এবং অভিযোগ পেলে বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের নজরে আনা হবে।'

জানা যায়, অধ্যাপক পদটি যুগ্ম সচিব, সহযোগী অধ্যাপক উপসচিব এবং সহকারী অধ্যাপক সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিয়ম অনুযায়ী সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপকে পদোন্নতির পূর্বশর্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিভেদে ৩, ৪ ও ৫ বছরের শিক্ষকতার সঙ্গে তিনটি গবেষণাপত্র। সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রিভেদে ৫, ৭ ও ৮ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কাউন্সিল স্বীকৃত পাঁচটি গবেষণাপত্র থাকতে হবে। এসব নিয়ম না মেনে চমেকে বিগত মহাজোট সরকারের আমলেই অন্তত ৭০ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা যায়, ডা. মো. আবুল (এমএ) হান্নান চৌধুরী জুনিয়র কনসালটান্ট থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়মিত হওয়ার আগেই সিনিয়র কনসালটান্ট হিসেবে পদোন্নতি পান। এই পদ থেকে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক হয়ে মাত্র এক বছর ১১ মাস ১৩ দিনের মাথায় গত বছরের ১৪ নভেম্বর এসএসবির সুপারিশে তিনি অধ্যাপক হিসেবে নিয়মিত হন। তিন দফা পদোন্নতি পেতে তাঁর সময় লেগেছে মাত্র দুই বছর ১০ মাস পাঁচ দিন।

ডা. শ্রীকান্ত চন্দ্র বণিক মহাজোট সরকার আমলে চমেকে সার্জারি বহির্বিভাগের আবাসিক সার্জন (আরএস) হন। সেখান থেকে মাত্র সাত মাস ১১ দিনের ব্যবধানে দুইবার পদোন্নতি পেয়ে এখন তিনি চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

ডা. জসীম উদ্দিন আহমেদ ২০১১ সালের ১ ডিসেম্বর চমেক সার্জারি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এরপর এক বছর ১১ মাস ১৪ দিনের মাথায় ২০১৩ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি অধ্যাপক হয়ে গেছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নিউরোসার্জারি বিভাগে দুজনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি থাকা অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) ডা. এহসান মাহমুদ (সংযুক্ত : ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ) এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিউরোসার্জারি বিভাগের অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) ডা. মো. জিল্লুর রহমান।

চমেক নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. কামাল উদ্দিন গতকাল মঙ্গলবার ক্ষোভ প্রকাশ করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নিউরোসার্জারিতে যাঁরা অধ্যাপক হয়েছেন তাঁরা আমার পরে এমএস করেছেন।'

অন্য এক অদেশে ফার্মাকোলজি বিভাগে তিনজনকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) ডা. ফেরদৌস আরা, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) ডা. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ফার্মাকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইরাম শাহরিয়ার। তাঁদের পদোন্নতিতে বেশ কয়েকজন সিনিয়রকে ডিঙানোর অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ফার্মাকোলজিতে অধ্যাপক পদোন্নতি পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন চমেকের অধ্যক্ষ (অধ্যাপক, চলতি দায়িত্ব) ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। ১৯৯৩ সালে ফার্মাকোলজিতে এমফিল করা ডা. সেলিমের শিক্ষকতার টানা অভিজ্ঞতা প্রায় ২৯ বছর। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর পদোন্নতি নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে শুধু বলেন, 'অবসরে যাওয়ার সময় আসছে। আল্লাহ যদি ফিরে থাকান।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও চিকিৎসক জানান, বিগত জোট সরকারের আমলে বিএমডিসির নিয়ম না মেনে সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে বেশ কিছু দলীয় চিকিৎসক ও শিক্ষককে মেডিক্যাল অফিসার, প্রভাষক, জুনিয়র কনসালটান্ট থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেও একই ধারা চলছে। এ ক্ষেত্রে বিএমডিসির নিয়ম মানা সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশনাও পাত্তা পাচ্ছে না।